পেইন্টিং

বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন নামের পেইন্ট পাওয়া যায়। টেকনোলোজির সাহায্যে স্ক্রিনেই দেখে নেয়া যায় কোন রঙের সাথে কোন রং মানাবে। প্রচলিত কিছু পেইন্ট সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক।

ওয়েদার কোট:

- ওয়েদার কোট বা ওয়েদার গার্ড মূলত বাইরের দেয়ালে ব্যবহার করা হয়।
- আমাদের দেশে বাইরের দেয়ালে ওয়েদার কোটই বেশি উপযোগী।
- রাস্তার পাশে বেশি ধুলোবালি লাগে এমন বাড়িতে "এন্টি ডার্ট"ওয়েদারকোট ব্যবহার করতে হবে।

ডিউরোসেম:

- বাড়ির বাইরের দেয়ালে ব্যবহার হয়।
- এক ধরনের সিমেন্ট পেইন্ট, অনেকেই ওয়েদার কোটের পরিবর্তে ব্যবহার করেন ।
- ডিউরোসেম বা স্নোসেম বা ওয়ালকেয়ার -এ ধরনের নামে পাওয়া যায়।

প্লাস্টিক পেইন্ট:

- প্লাস্টিক পেইন্ট ঘরের ভেতরে ব্যবহার করা হয়।
- বেশ মসৃণ হয় এবং ঘরের উজ্জ্বলতাও বাড়ায়।
- দাগ ময়লা লাগলে সহজে তুলে ফেলা যায়।

অ্যানামেল পেইন্ট:

- মেটালে ব্যবহার করা হয়।
- পানি লাগলেও তেমন একটা ক্ষতি হয় না।
- সাথে থিনার মেশানো হয়, বর্তমানে ওয়াটার বেসড অ্যানামেলও পাওয়া যায়।

ডিস্টেম্পার:

- ডিসেম্পার ঘরের ভেতরের রং।
- কম খরচ, সহজেই করা যায়।

বার্নিশ:

বার্নিশ মূলত কাঠের উপরেই করা হয়, পার্টিকেল বোর্ডের উপরেও বার্নিশ করে স্থায়ীত্ব বাড়ানো যায়। মূলত দু'রকম বার্নিশ হয়:

- লিকার পলিশ।
- স্পিরিট পলিশ।

লিকার পলিশ

- মেশিনের সাহায্যে করা হয়।
- ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী।
- কাঠের আঁশের সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায়।
- বৃষ্টি প্রতিরোধী এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নেই।

স্পিরিট পলিশ:

- গালা, স্পিরিট, মোম ও অন্যান্য কেমিক্যাল দিয়ে মিস্ত্রিরা হাতেই করে থাকেন।
- দক্ষ মিস্ত্রি হলে তা ফার্নিচারে দারুণ ফুটে ওঠে। এতে আসবাবের স্থায়িত্বও বাড়ে।
- বছরে অন্তত একবার সব ফার্নিচারে এক টান স্পিরিট পলিশ দিয়ে দিলে তা দীর্ঘদিন টিকে থাকে।